# গাইবান্ধার 'শিবরাম আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়' বাস্তবেও একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

**শাহাবুল শাহীন তোতা :** 'শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাস্তবেও একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

না দেখলে বিশ্বাস হয় না গাইবান্ধার প্রত্যন্ত এলাকায় গড়ে ওঠা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এতোটা সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষায় সাফল্য অর্জনের জন্য ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাতীয় পর্যায়ে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' ও বিদ্যালয়টি 'শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়' হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ থানার সোনারায় ইউনিয়নের অন্তর্গত এই বিদ্যালয়টি ১৯১৬ সালে স্থাপিত হয়। ১৯৭৩ সালে স্কুলটিকে সরকারিকরণ করা হয়। তখন এই বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২২৫ জন। লেখাপড়ার পরিবেশ ছিল আর দশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো গতানুগতিক। কিন্তু ১৯৮৪ সালের দিকে মোঃ নূরুল আলম প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার পর বিদ্যালয়ের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

সূত্রটি জানায়, একমাত্র প্রধান শিক্ষকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মেধা ও পরিশ্রমে বিদ্যালয়টি বর্তমানে মডেল বিদ্যালয়ের মর্যাদা পেয়েছে। এই কৃতিত্বের জন্য বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৮০০। বর্তমান ভেঙে পড়া প্রাথমিক শিক্ষা

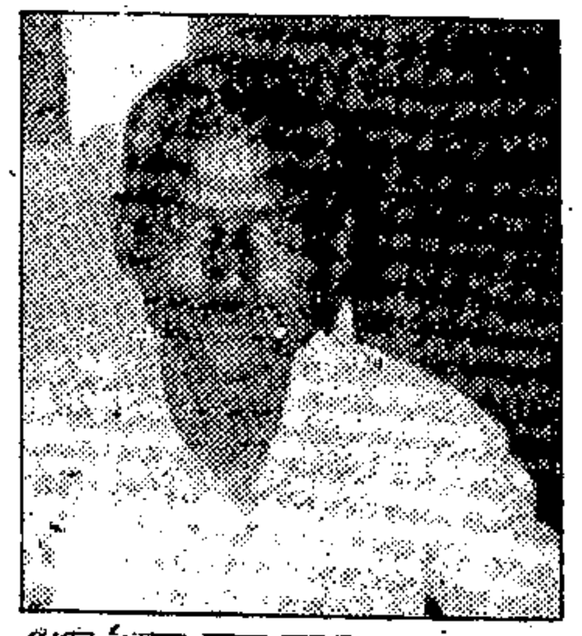

*প্রধান শিক্ষক নূরুল আলম*

ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে প্রধান শিক্ষক নূরুল আলম প্রথম অবস্থায় ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগী করার জন্য ২২৪ আসন বিশিষ্ট আবাসিক ছাত্রাবাস চালু করেন। এই ছাত্রাবাসে বসবাসরত প্রতি ১০ জন ছাত্রের যত্ন নেওয়ার জন্য ১ জন করে শিক্ষক নিয়োগ করেন। বর্তমানে ছাত্রাবাসের ২২৪ জন ছাত্রের দেখাশোনার জন্য ৩০ জন শিক্ষক নিয়োজিত আছে। প্রতিজন শিক্ষককে ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার ৫০০টাকা পর্যন্ত বেতনভাতা দেওয়া হয়। ফলে স্থানীয় ৩০ জন শিক্ষিত বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে। আবাসিক প্রতিজন ছাত্রের কাছ থেকে ১ হাজার ২৫০ টাকা মাসিক হোস্টেল ফি নেওয়া হচ্ছে। এই আয় দিয়ে ছাত্রদের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা, আবাসিক শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনসহ ছাত্রাবাসের যাবতীয় খরচ চালানো হয়। বিদ্যালয়ে রেশম চাষ ও গাভী পালন প্রকল্প রয়েছে।

এছাড়া শিক্ষক/ছাত্র/ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ তহবিল গঠনের লক্ষ্যে 'শিবরাম শিক্ষক-ছাত্র সমবায় সমিতি' গঠন করা হয়েছে। এই সমিতি থেকে দুস্থ শিক্ষক-কর্মচারীকে সহজশর্তে ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

সব মিলিয়ে বিদ্যালয়টি এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সরকারি সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি খাটিয়ে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়টিকে এ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন প্রকল্পের আয় থেকে বিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য হচ্ছে লেখাপড়ায় কৃতিত্ব অর্জন। ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন গ্রেডে ৯২ জন ছাত্র/ছাত্রী বৃত্তি পেয়েছে। নিয়মিত লেখাপড়া ও খেলাধুলার পরিবেশ সৃষ্টি করায় এখানকার পড়ালেখার মান খুব উন্নত। সম্প্রতি এই প্রতিবেদক বিদ্যালয়টি সরজমিন তদন্তে গিয়ে এক মনোরম পরিবেশ লক্ষ্য করেন। স্কুল ড্রেস, রোভার স্কাউট ও সঙ্গীত বিভাগ তো আছেই। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পশু-পাখির প্রতিকৃতি, শাপলা চত্বর, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সৈকতের কৃত্রিম মডেল, লাইব্রেরি প্রভৃতি মিলে এক মনোরম পরিবেশ। এসব দেখার জন্য প্রতি বছর তাই বিভিন্ন জেলা থেকে শত শত শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষা সফরে আসে। এতোসব সাফল্য, বিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকাণ্ড, পরীক্ষার ফলাফল প্রভৃতি সন্তোষজনক হওয়ার কারণে ১৯৮৫ সালে প্রধান শিক্ষক নূরুল আলম

*শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কৃত্রিম পাহাড়ি পর্বত —ভোরের কাগজ*

জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন। এ জন্য তিনি একটি সার্টিফিকেট, ট্রফি ও ১০ হাজার টাকা পুরস্কার পান। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এইচ, এম এরশাদ বঙ্গভবনে এই পুরস্কার দেন। ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারি ইডুকেশন এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করে।

এতো কৃতিত্বের পরেও এই বিদ্যালয়ে সমস্যা অনেক। মডেল স্কুল হিসেবে ৮০০ জন ছাত্র/ছাত্রীর জন্য ১৩ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে আছে মাত্র ৯ জন। এছাড়া পিয়ন ও নাইট গার্ড নেই। সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয়ের কয়েকটি ভবন ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ছাত্রাবাসের শিক্ষক দিয়ে কোনোমতে ক্লাশ চালানো হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৬ লাখ টাকা ব্যয়ে এলজিইডি একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করছে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে শিবরাম প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ নূরুল আলম ভোরের কাগজকে জানান, পরিশ্রম করলে যে কেউ এই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন থেকেই তিনি এ ধরনের একটি বিদ্যালয় পরিচালনার অনুপ্রেরণা পান। ভবিষ্যতে তিনি এই বিদ্যালয়কে ট্রেনিং মডেল স্কুল হিসেবে গড়ে তুলে দেশ ও জাতির উন্নতি করতে চান। এ জন্য তিনি সরকারের সহায়তা কামনা করেন।